বাংলাদেশঃ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বর্ধিত সমর্থন এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস এবং সেভ এর আহ্বান

প্রতিনিয়ত শরনার্থী শিবিরের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। আমি নিশ্চিত নই যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সবাই কবে শান্তি পাবে। (মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ৩০)

"নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমি শরনার্থী শিবিরে জীবনযাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একইসাথে, যে নৃশংসতার আঘাত আমাকে আমার ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে তা প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলারও চেষ্টা করছি । আমি এখনো দৃঢ় আছি । আমি আশা করি আমার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ ভালো হবে । (মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২৫)

ঢাকা/বাংলাদেশ, জাকার্তা/ইন্দোনেশিয়া, ১ অক্টোবর ২০২৪ - এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস, অথবা এজেএআর, এবং সোশ্যাল অ্যাকশন ফর ভলান্টারি এফোর্টস, অথবা সেভ, মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানায় যে অন্তর্বর্তী সরকার "বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করা অব্যাহত রাখবে বলে উল্লেখ করেছে" এবং "নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং পূর্ণ অধিকার সহ তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার" শর্তগুলির উপর পুনরায় জোর দিয়েছে। আমরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রতি তার চলমান প্রতিশ্রুতিকে প্রশংসা করি এবং সহানুভূতি ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের নেওয়ার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য সাধুবাদ জানাই।

রাখাইন রাজ্যে চলমান যুদ্ধের কারনে সদ্য বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা পালিয়ে নিরাপত্তার জন্য আবারও নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসছে। কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। শরণার্থীদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে মে মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, শরনার্থী শিবিরের নিরাপত্তার সংকট ২০২৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, চলমান বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ৯৮৯,৫৮৫ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের কক্সবাজার ও ভাসানচরে বসবাস করছে, এবং শরনার্থী শিবিরে হাজার হাজার নতুনদের আগমন ঘটেছে এই বছরের আগস্ট মাসে।

নতুন সংস্কারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার তরুণদের নেতৃত্বে বিভিন্ন পরিবর্তনের উপর কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এজেএআর এবং সেভ অন্তর্বর্তী সরকারকে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায়ঃ

ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা: আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে রোহিঙ্গা ভুক্তভোগীদের সাথে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা ও তদন্তে সহায়তাকারী সুশীল সমাজ গোষ্ঠীগুলির সাথে সমন্বয় জোরদার করে অপরাধীদের জবাবদিহি এবং সমস্ত রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আহ্বান জানাই। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে সহায়তা করার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। ২০১৯ সাল থেকে, মিয়ানমারের জন্য স্বাধীন তদন্ত প্রক্রিয়া বা আইআইএমএম, রাখাইন রাজ্যে সহিংসতার ঘটনাগুলো গুরুত্ব সহকারে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করছে। জুন মাসে, একজন আর্জেন্টাইন প্রসিকিউটর সার্বজনীন এখতিয়ারের নীতির অধীনে দায়ের করা মিয়ানমারের ২৫ জন রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানার অনুরোধ করেছিলেন। জুলাই মাসে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বা আইসিজে, গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন মামলায় সাতটি দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার শুনানি ২০২৫ সালে প্রত্যাশিত। একই সময়ে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি, তার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, আইসিসির সংবিধি মিয়ানমার দ্বারা সমর্থিত/ অনুমোদিত না হওয়ায় এর এখতিয়ার সীমাবদ্ধ।

"আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত এবং আইসিসি ও আইসিজে উভয়ের চলমান প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশ। আমাদের রোহিঙ্গা গোষ্ঠী ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর উপর মিয়ানমার দ্বারা সংঘটিত গনহত্যার বিচার নিশ্চিত করা এবং আমাদের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সমর্থন অতীব জরুরী।"(পুরুষ রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২৯)

শরণার্থীদের শিবিরে নিরাপত্তার উন্নতি করাঃ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে সুরক্ষার জন্য আইনি ও বিচারিক ব্যবস্থাগুলোকে আরো জোরদার করার জন্য জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশেষ করে নারী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর শোষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির থেকে শরণার্থীদের অপহরণ করে জান্তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

"আমি প্রতিনিয়তই কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকি। শরণার্থী শিবিরের বর্তমান অবস্থা প্রতিকূল নয়। প্রতিদিন হত্যাকান্ড, গোলাগুলি, এবং অগ্নিকান্ড ঘটছে। এটা খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে।" (মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২৭)

ভুক্তভোগী এবং তরুণদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বৃদ্ধি করাঃ আমরা রোহিঙ্গা ভুক্তভোগী এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছি। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই বলাবাহুল্য, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ইতিমধ্যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাস্তুচ্যুতি-সম্পর্কিত মানসিক ট্রমা এবং বৈষম্য, সেইসাথে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, নারী ও শিশুদের বিশেষভাবে দুর্বল করে তুলেছে।

"আমি নিরাপদ বোধ করছিনা কারন একজন মানুষ হিসেবে আমার যা যা অধিকার পাওয়ার কথা আমি তা থেকে বঞ্চিত। ফলাফলস্বরুপ, আমি সর্বদা হতাশায় ভুগছি । (পুরুষ রোহিঙ্গা শরণার্থী, ৩৮)

নারী ও মেয়েদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করাঃ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে বসবাসকারী নারী ও মেয়েরা বিশেষ করে শোষণ ও সহিংসতার শিকার। তারা তাদের লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কারণে গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ এই সংকট লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতাকে আরো দৃঢ় এবং স্থায়ী করে তুলে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা অপর্যাপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত আমি এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যেখানে পুরুষরা অশুভ আচরন করেছে, যার ফলে আমি বিরক্ত বোধ করেছি। পুরুষরা আমাকে রাস্তায় সবসময় বিরক্ত করছে। (মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২১)

শিক্ষার সুযোগ তৈরি করাঃ আমরা জোর দেই যে শরণার্থীদের শিবিরে শিক্ষার কৌশলগুলি শিশু এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা দরকার। যদিও মিয়ানমারের পাঠ্যক্রমের অগ্রগতি হয়েছে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী শরণার্থীরা আনুষ্ঠানিক এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগের অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। শরণার্থীদের শিবিরে ৪০০,০০০-এর বেশি বিদ্যালয়-বয়সী শিশু বসবাস করে, যার ২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় না।

"আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরী যাতে তারা হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম না হয়ে যায় এবং অশিক্ষিত না থেকে যায়। আমাদের রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর দূর্ভাগ্যজনক ক্ষতি হওয়া সত্বেও, আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।"(মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২৮)

শান্তি ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে আওয়াজ তোলে এমন শরণার্থীদের নেতৃত্বাধীন সুশীল সমাজকে সমর্থন প্রদান করাঃ আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি রোহিঙ্গা সুশীল সমাজের জন্য সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ তৈরি

করার জন্য আহ্বান জানাই। শরণার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ, মুক্তভাবে চলাফেরা বা সংগঠন পরিচালনা এবং সুশীল সমাজ হিসাবে সমাবেশ করার ক্ষমতা পূর্ববর্তী বাংলাদেশ সরকারের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সহিংসতার পুনরাবৃত্তি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, জীবিকার সুযোগ এবং ন্যায়বিচারের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রোহিঙ্গা সুশীল সমাজকে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য অবদান রাখতে উৎসাহিত করা উচিত।

"শরনার্থী শিবিরের দৈনন্দিন জীবনে আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেনো দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।"

(মহিলা রোহিঙ্গা শরণার্থী, ২৪)

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংকটের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে বিভিন্ন সহায়তা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে সংঘটিত নৃশংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে এজেএআর এবং সেভ রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ও সহকর্মীদের সহযোগিতা প্রদান করার জন্য নিবেদিত। আমরা রোহিঙ্গাদের নেতৃত্বাধীন ডকুমেন্টেশন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে অপরাধীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং রোহিঙ্গাদের বক্তব্যকে আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করতে, এবং আমাদের দক্ষতা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সামনের পথ দেখাতে প্রস্তুত আছি।